তারিখ 13 MAR 2009
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

সংবাদ

পাঠ্যবই সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাচ্ছে না

পাঠ্যবই সময়মতো না পাওয়ার ফলে সারাদেশে শিক্ষা সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। অনেক স্কুলে ঠিকমতো পড়াতে ব্যর্থ হয়ে সাময়িক পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ঘোষণা দিয়েছিলেন, পাঠ্যবইয়ের সঙ্কট মেটাতে সরকার দ্রুততার সঙ্গে আরও ১ কোটি বই ছাপাবে। এর মধ্যে ৪০ লাখ ফেব্রুয়ারি এবং বাকি ৬০ লাখ মার্চ মাসের মধ্যে বাজারে আসবে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী বাজারে বই আসেনি। এখন জাতীয় কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান বলছেন, আগামী ১৫ এপ্রিল টেক্সট বই বাজারজাত করা সম্ভব হতে পারে।

শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় ১ জানুয়ারি থেকে। তখন এক সপ্তাহের মধ্যে সব বিষয়ের পাঠ্যবই ছাত্রছাত্রীদের হাতে আসার কথা। বই ছাপানোর সমস্যাটা শুরু হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল থেকেই। ১০ শিক্ষা বোর্ডের বই ছাপানোর জন্য কাগজ সরবরাহ করার কথা কর্ণফুলী পেপার মিলসের।

গত বছর বলা হলো, ব্যালোট পেপার ছাপার জন্য তাদের কাগজ সরবরাহ করার ফলে পাঠ্যবই ছাপানোর জন্য কাগজ সরবরাহ সম্ভব হলো না। তারপর যেটুকু সরবরাহ করা হলো তা দিয়ে যে পরিমাণ পাঠ্যবই ছাপানো হলো, তা নিয়ে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হলো। এ ফাঁকে বই বিক্রেতা বেশি দামে বই বিক্রি এবং কোন কোন প্রকাশক পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে বেআইনি নোটবই কিনতে ছাত্রছাত্রীদের বাধ্য করল। তারপর এলো উপজেলা নির্বাচন। তার ব্যালট পেপার ছাপাতেও অনেক কাগজ চলে গেল। পাঠ্যবই ছাপানোটা অবহেলিতই থেকে গেল।

এখন কর্ণফুলী পেপার মিলস বলছে, ১৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষার জন্য ১০ শিক্ষা বোর্ডে কাগজ সরবরাহ করতে হবে বলে তারা এনসিটিবি'কে কাগজ দিতে পারবে না। ফলে চলতি শিক্ষাবর্ষের আরও ৬০ লাখ পাঠ্যবই ছাপানো সঙ্কটে পড়েছে। কর্ণফুলী পেপার মিলস এনসিটিবি'কে জানিয়েছে, ২০ মার্চ কাগজ দেয়া যাবে। এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান বলেন, ২০ মার্চ কর্ণফুলী থেকে কাগজ পাওয়ার পর দরপত্র আহ্বান করা হবে। তারপর সব ঠিকঠাক মতো চললে ১৫ এপ্রিল বই বাজারে আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের হাতে তারপর কবে বই পৌঁছবে তা অনিশ্চিতই থেকে যাচ্ছে।

প্রথম থেকেই পাঠ্যবই ছাপানোর কাজে কাগজ সঙ্কট দেখা দিয়েছে। দুটি নির্বাচনের ব্যালট পেপার ছাপানো এবং এইচএসসি পরীক্ষা সবই ছিল কমবেশি পূর্বনির্ধারিত। পাঠ্যবই ছাপানোর সময়সীমাও ছিল তাই। কিন্তু এসব কাজে সবচেয়ে কম গুরুত্ব পেয়েছে পাঠ্যবই। কোন কাজে কতটা কাগজ প্রয়োজন এবং কর্ণফুলী পেপার মিলসের উৎপাদন ক্ষমতা কতটুকু তা হিসাব করেই কাগজের চাহিদা মেটানোর জন্য বিদেশ থেকে কাগজ আমদানি করার উদ্যোগ নেয়াটা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। কাজটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই করা উচিত ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই কাজটা করতে পারত। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবি কেন উদ্যোগ নেয়নি, তা বোঝা যাচ্ছে না। পাঠ্যবই ছাড়া যে শিক্ষাদান সম্ভব নয় একথা কারও না বোঝার কথা নয়।

এদিকে পাঠ্যবই ঘাটতি ও সঙ্কটের সুযোগে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী ও প্রকাশক ভাল বাণিজ্য করেছেন। তবে সুযোগটা সৃষ্টি করে দিয়েছে সরকারের অবহেলা। পাঠ্যবই না পাওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। সময়মতো পাঠ্যবই ছাপা না হওয়ার ঘটনা আগেও ঘটেছে, তবে এবারেরটা সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ সমস্যাটি সমাধানের প্রথমদিকে কিছু উদ্যোগ নিয়েছিল। এখন আর কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। পাঠ্যবইয়ের সঙ্কট যেভাবে ঘান্মাষিক সঙ্কটে পরিণত হয়েছে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ও সেটা ঘান্মাসিক উদ্যোগ বজায় রেখেই সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে। শুরুর দিকে উদ্যোগ নিয়ে পরবর্তী সময় হাল ছেড়ে দিলে কাজের কাজ কিছু হবে না, হচ্ছেও না।